POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGLA – HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

00442

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2014

एम.टी.टी.-002 : बांग्ला-हिन्दी अनुवाद : तुलना और पुनःसृजन

समय : 3 घण्टे *अधिकतम अंक : 100*

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।

1. निम्नलिखित में से किन्हीं *दो* प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए : *2×10=20*

   (a) हिन्दी और बांग्ला के बीच अनुवाद की परंपरा का सोदाहरण परिचय दीजिए ।

   (b) हिन्दी और बांग्ला के पदबंधों के विन्यास पर तुलनात्मक दृष्टि से चर्चा कीजिए ।

   (c) बांग्ला की भाषिक प्रकृति एवं सांस्कृतिक विशिष्टता का सोदाहरण उल्लेख कीजिए ।

2. निम्नलिखित बांग्ला पदों/शब्दों का हिन्दी पर्याय बताइए : *5*

   অনেক, তাহলে, ফুরিয়ে গেল, ঘুরলেই, তাড়াতাড়ি, বাড়তি, আবার, পূর্বপুরুষ, বাতিল, সরাসরি ।

3. निम्नलिखित हिन्दी शब्दों का बांग्ला पर्याय लिखिए : 5

चर्चा, जानकारी, त्योहार, एकता, तारीख, दाल, जनेऊ, हालत, तालाब, गिलहरी ।

4. निम्नलिखित कहावतों-मुहावरों में से किन्हीं ***पाँच*** का हिन्दी अनुवाद करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए : 15

(i) বুড়ো আঙুল

(ii) আগুন ঝরা

(iii) বই পোকা

(iv) কান পাতলা

(v) কাঠ পুতুল

(vi) পথের কাঁটা

(vii) চোখের বালী

(viii) প্রাণখুলে

(ix) কত ধানের কত চাল

(x) কুয়োর ব্যেঙ

5. নিম্নলিখিত অংশों में से किन्हीं *तीन* का हिन्दी में अनुवाद कीजिए : *3×15=45*

(a) কয়েকজন বিশিষ্ট এবং খ্যাতনামা সোভিয়েট লেখক এই অভ্যর্থনার আসরে উপস্থিত ছিলেন। কেই ভাদের কবি, কেউ ঔপন্যাসিক, কেউ বা প্রবন্ধকার। এঁরা সাহিত্যনায়ক, চিন্তানায়ক – এঁরাই সোভিয়েট সাহিত্যের শিক্ষক। এদের পরামর্শ, নির্দেশ ও উপদেশ ভিন্ন সোভিয়েট ইউনিয়নে বসে সাহিত্যচর্চা করা সম্ভব নয়। এঁদের স্বীকৃতি না থাকলে সাহিত্যে স্বীকৃতি নেই! এঁরা সাহিত্যের নীতি নির্ধারণ করেন এবং সুপ্রীম সোভিয়েট এঁদের পরামর্শ ও নির্দেশ মেনে নেন। এঁদের ইচ্ছা ও অনিচ্ছার উপর লেখকের সাহিত্যসাধনার গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রতি তিন বছর অন্তর সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল লেখক মিলে একটি কংগ্রেসে বসে, - সেই কংগ্রেসের অধিবেশন স্থল হল' সুপ্রীম সোভিয়েটের পার্লামেন্ট ভবন। এই কংগ্রেসের জন্য বহু লক্ষ টাকা খরচ হয় এবং পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে লেখকেরা আসেন আমন্ত্রিত হয়ে, - তাদের অধিকাংশই 'প্রগতিবাদী' লেখক। আমাদের ভারতবর্ষ থেকেও বাক্যবাগীশ এবং ইংরেজি-লেখক ডাঃ মুল্করাজ আনন্দ্ প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই যোগদান করতে আসেন। তিনি বাম কি দক্ষিণ, আজও আমি স্পষ্ট

বুঝিনি! তবে ভারতীয় কোনও ভাষায় তিনি বিশেষ কিছু লেখেন না, এটি জানা আছে। তিনি খ্যাতিমান, কিন্তু আমার বিশ্বাস, বক্তা হিসাবেই তাঁর খ্যাতি বেশি! সোভিয়েত ইউনিয়নে দুইজন ভারতীয় লেখকেরই নাম ইতঃস্তত শোনা যায়, - যাঁদের রচনা ভারতে সুপরিচিত নয়! একজন ভবানী ভট্টাচার্য, অন্যজন ডাঃ আনন্দ্।

বক্তৃতা ও ভাষণের মধ্যে বোরিস পলেভয়ের বিনীত মিষ্ট কথাগুলি যেমন ভাল লাগল, তেমনি আলেক্সি সুরকভের উদ্ধত পরিহাস-কৌতুক এবং ধারাল বাকপটুতায় আমরা আনন্দ পেলুম। আমাদের মধ্যে বেদী, চৌহান, শেখোন, তাবান – সবাই কিছু কিছু বললেন। শ্রীযুক্ত জহরী তাঁর ভাষণে হঠাৎ আমার প্রতি এমন শ্রদ্ধাপরবশ হলেন যে, আমার পক্ষে চুপ ক'রে থাকাটা এবার বেমানান লাগল। এখানে লক্ষ্য করে দেখেছি, জহীর সম্বন্ধে আন্তরিক একটি শ্রদ্ধানুরাগ সর্বত্র বর্তমান। আমার বিশ্বাস, আমরা যতগুলি লোক ভারতবর্ষ থেকে এসেছিলুম, তাঁদের মধ্যে মাত্র দুইজন ব্যক্তি সকলের প্রকৃত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। তাঁদের একজন হলেন ডাঃ সুনীতিকুমার, অন্যজন এই জহীর।

(b) সংবাদটি কিন্তু আমুলিয়াসের অজানা রইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ সিল্‌ভিয়াকে হত্যা করে তাঁর ছেলে দুটিকে একটি ভেলায় শুইয়ে তাইবার নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। ভাসতে ভাসতে ভেলাটি পালাতাইনে পাহাড়ের পাদদেশে এসে একটা গাছে বেধে উলটে গেল। এক বাঘিনী সেখানে তখন জলপান করছিল। সে শিশুদুটিকে তার গুহায় নিয়ে এলো। তাদের নিজের স্তন্য দান করল। মার্স দেবতার বাহন কাঠঠোকরা পাখিও সেই শিশুদের জন্য খাবার নিয়ে এলো। বাঘিনী ও কাঠঠোকরার যত্নে ছেলে দুটি বড় হতে থাকল।

একদিন ফষ্টালাস নামে একজন মেষপালক এই আশ্চর্য ঘটনা দেখতে পেল। লোকটি ছিল নিঃসন্তান। তাই সে সুযোগমত একদিন ছেলে দুটিকে বাঘের গুহা থেকে তার বাড়িতে নিয়ে এলো। তার স্ত্রী স্বর্গ হাতে পেল। তারা ছেলে দুটির নাম রাখল রোমুলাস ও রেমাস।

দুভাই মেষপালকের ঘরে সুখে বড় হতে থাকল। দেবতার ঔরসে রাজকন্যার গর্ভে তাদের জন্ম। তাদের রূপের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ঘটনাচক্রে একদিন কিশোর রেমাসের সঙ্গে নিউমিটারের দেখা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ

কথাবর্তার পরেই তিনি তাকে নিজের দৌহিত্র বলে বুঝতে পারলেন। দু-ভাইকে তিনি তাঁর বাড়িতে নিয়ে এলেন। তাদের কাছে নিষ্ঠুর আমুলিয়াসের সব কথা খুলে বললেন। তাঁরা মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা করলেন।

অবশেষে দু ভাই নিউমিটারের সহায়তার এবং সত্যাশ্রয়ী রাজকর্মচারীদের সাহায্যে আমিলুয়াসকে হত্যা করতে সমর্থ হলেন। কিন্তু তাঁরা নিজেরা রাজা না হয়ে নিউমিটারকেই সিংহাসনে বসালেন। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

তারপর দুভাই আবার পালাতাইনে পাহাড়ে ফিরে গেলেন। কিন্তু তাঁরা তাদের বাঘিনী মায়ের সঙ্গে মিলিত হতে পারলেন না। কারণ সে ইতিমধ্যে মারা গিয়েছে ।

দুভাই তখন তাঁদের বাঘিনী মায়ের স্মৃতি অক্ষয় করে রাখবার মানসে সেখানে এক নতুন নগরীর পত্তন করলেন । নগরীর নাম রাখলেন – 'রোমা কোয়াড্রেটা' বা চতুষ্কোণ রোমা ।

খ্রীষ্টপূর্ব 953 সালে প্রতিষ্ঠিত সেই নগরই পরবর্তীকালে মধ্য-এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও য়ুরোপের রাজনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে ।

(c) বেলা দুটোর সময় বিমান রোমের লে অনার্দো দ্য ভিঞ্চি বিমানবন্দরে অবতরণ করল। যথারীতি প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা আগে বেরিয়ে গেলেন। ইকনমি শ্রেণীর টিকিট হলেও আমার সিট সামনের দিকে। সুতরাং আমারও তেমন দেরি হল না। বিমান থেকে বেরিয়ে টার্মিনাল বিল্ডিংসে এলাম। কাস্টমস্ চেকিং হয়ে গেল। মালপত্র পেয়ে গেলাম। এবারে বাইরে যেতে হবে।

তারপরে কোথায় যাবো? কেমন করে যাবো? ট্যাক্সি? কিন্তু তারা যে শুনেছি সর্বদা ঘোরা পথে গাড়ি চালায়! তাছাড়া যাবই বা কোথায়? কোনো হোটেলে উঠতে হবে। কিন্তু হোটেলওয়ালারা যে শুনেছি ছল-ছুতো করে পকেট কাটে। আমি বিদেশী। এদেশের ভাষা জানি না, কাউকে চিনি না।

না চিনলেও তো এখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না।কারণ তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। সত্যি বলতে কি এ যাত্রায় এমন একা আর নিজেকে কখনও মনে হয় নি। তবু ঘাবড়ে গেলে চলবে না। আর ঘাবড়াবার আছেই বা কি? চারিদিকে এত মানুষ, এঁরা অনেকেই আমার মতো প্রথম রোম দেখতে এসেছেন। তাহলে আমার এর দুশ্চিন্তা কেন?

কথাটা মনে পড়ে আমার। সবার আগে এক্সচেঞ্জ ব্যাংকে যাওয়া দরকার। আজ তাড়াতাড়িতে বন্-বিমানবন্দরে একাজটা করা হয় নি। জুরিখে কথাটা মনে পড়ে নি। বিদেশ ভ্রমণে এটা একটা বাড়তি ঝামেলা। অতএব একটা ট্রলিতে মাল নিয়ে এক্সচেঞ্জ ব্যাংকের দিকে এগিয়ে চলি। ইউরোপ ভ্রমণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মুদ্রা হল আমেরিকান ডলার, বৃটিশ পাউণ্ড, সুইস ফ্রাঁ অথবা পশ্চিম জার্মানীর মার্ক, আমি ডলার নিয়ে ভ্রমণ করছি।

এক শ' ডলারের বিনিময়ে দেড় লক্ষ লিরা (Lire) বা ইতালীর টাকা পাওয়া গেল। আবার দুশ্চিন্তায় পড়ি। এই যেখানে মুদ্রামানের অবস্থা, সেখানে আমি কেমন করে চলা-ফেরা করব?

তবু করতে হবে। কারণ আমি রোম দেখতে এসেছি। রোম আমাকে দেখতেই হবে। অতএব লিরা পকেটে নিয়ে ট্রলি ঠেলে এগিয়ে চলি। বিমানবন্দরের বাইরের অংশে আসি, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন লোক প্রায় ঘিরে ধরে আমাকে। সমস্বরে প্রশ্ন করে – তাকসী ? ওতেল?

(d) ১৯৯৬ সাল। হিন্দি ছবির জনপ্রিয় গায়ক অভিজিতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ গোটা মুম্বই। ফিল্ম, সঙ্গীত এবং নৃত্যকলা জগতের তাবড় তাবড় সেলিব্রিটি সহ একেবারে সাধারণ বাঙালি-অবাঙালি জনসাধারণ আনন্দে মেতে উঠেছিল 'অভিজিতের দুর্গাপুজো' নিয়ে।

কেন? মুম্বইতে কি এর আগে দুর্গাপুজো হয়নি? হয়েছে, নিশ্চয়ই হয়েছে। দাদারের শিবাজী পার্কে প্রথম পুজো শুরু হয়। তারপর ১৯৪৮ সালে পুজো শুরু করেন মুম্বইয়ের ফিল্মি জগতের খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব শশধর মুখার্জি। মুখোপাধ্যায় পরিবারের প্রথম পুজোর অংশ নিয়েছিলেন শচীন দেব বর্মণ, গীতা রায় (দত্ত), অরবিন্দ সেন, অনিতা সেন প্রমুখ। পরবর্তীকালে এই পুজোতে নিয়মিতভাবে অংশ নিয়েছেন মহঃ রফি, লতা মঙ্গেশকর, মুকেশ, তালাত মামুদ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, বেলা মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, মান্না দে, সুবীর সেন, রাহুল দেব বর্মন, ওয়াহিদা রেহমান, আশা পারেখ, সঞ্জীবকুমার, আমজাদ খান, বেলা বসু প্রমুখ আরও অনেকেই। এঁরা প্রত্যেকেই আসতেন পুজোটাকে নিজেদের বাড়ির পুজো মনে করে।

এ শহরে এখন প্রচুর বাঙালি। দুর্গাপুজো তাই বলতে গেলে প্রায় অলিতে-গলিতে। কল্লোল-গোষ্ঠী (গোরেগাঁও), রামকৃষ্ণ মিশন (খার)

তো আছেই, কিন্তু 'অভিজিতের দুর্গাপুজো' যেন শুধু পুজো নয়, এ সব ছাপিয়ে আরও অনেক কিছু।

কানপুরের ভট্টাচার্য পরিবারের এই ছেলেটি সাফল্য কিন্তু খুব সহজে পাননি। প্রচুর স্ট্রাগল করতে হয়েছে। আজ তার পুরস্কারও পেয়েছেন তেমন। অর্থ, খ্যাতি, জয়, যশ, প্রতিপত্তি – কোনও কিছুরই অভাব নেই। অনেক দিনের সুপ্ত কতগুলো বাসনা এবার তিনি পূর্ণ করতে পারবেন। তাঁর প্রথম এবং প্রধান ইচ্ছা ছিল মুম্বইয়ে দুর্গাপুজো করার। এবার ইচ্ছাপূরণের সময় এল। মা দুর্গার নাম স্মরণ করে তিনি কাজে নামলেন।

(e) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আরেক কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে বাংলা কবিতার 'ভোরের পাখি' আখ্যা দিয়েছিলেন। সেই নিরিখে সত্যজিত রায়ের লেখা 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য' ফেলুদা অমনিবাসের ভোরের আলো একথা না মানার জো নেই। স্নিগ্ধ, সরল সাবলীল এবং সহজপাঠ্য এই উপন্যাস পড়তে শুরুর সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। সত্যজিৎ পুত্র সন্দীপ রায়ের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জানা গেল এই গল্পটি চলচ্চিত্রায়িত করার ইচ্ছেটা ওঁকে অনেকদিন ধরেই তাগিদ

দিয়েছে। যাঁরা বইটা পড়েছেন তাঁরা সবাই একমত একটা ব্যাপারে, সেটা হচ্ছে কাহিনিবিন্যাস। ঠিক যেন পর্দায় ফুটে উঠছে, একের পর এক ঘটনাবলী। জমজমাট সিনেমা যেমন দেখতে দেখতে সিট ছেড়ে ওঠা যায় না, তেমনই এই রহস্য উপন্যাস পড়তে পড়তে ছাড়া যায় না। পুরো গল্পটার পরতে পরতে রহস্য, কোনো ভিলেন কিংবা খলনায়ক নেই। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্যারেকটারের মধ্যে রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। ফেলুদা সেই জট ছাড়াবেন আর দর্শক তাজ্জব বনে যাবেন যখন রক্ষকই ভক্ষক হয়ে ধরা পড়বেন। গল্পের ল্যাটারাল মুভমেন্ট পাঠককে বা দর্শককে আচ্ছন্ন করে রাখে।

সেই কথাই হচ্ছিল পরিচালক সন্দীপ রায়ের সঙ্গে। বড় পর্দার জন্য সেলুলয়েডে ছবি করার জন্য ফেলুদাকে বাছার সময়েই 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য' মাথায় ছিল। এটা ভীষণ আকর্ষণীয় গল্প এবং লেখার কলমের পিছনে একটা সিনেম্যাটিক ব্যাপার রয়েছে। এটা রহস্যময় গল্প কিন্তু সেই অর্থে থ্রিলার নয়। কোনো ভিলেন নেই, অথচ প্রতিটি চরিত্র রহস্যময়। ফেলুদা আদতে মগজ দিয়ে অপরাধীদের মোকাবিলা করেন। তাই সন্দীপ রায়ের ট্রিটমেন্ট হবে মনস্তাত্ত্বিক। সন্দীপ রায়

বললেন, গল্পের পটভূমিকা জলপাইগুড়ি ভুটানের প্রান্তিক অঞ্চল, কিন্তু শুটিং করলাম ওড়িশায় ঢেঙ্কানালে। শহরের কাছাকাছি, এখানে আগে আমি 'টার্গেট' ছবির কাজ করেছি, তাই এই বিশেষ লোকেশন আমার মাথায় ছিল। নিরালা পরিবেশ, তবে শুটিং হচ্ছে শুনে লোকজন ভিড় করেছিলেন।

এবার শুটিং কথা। কলকাতা থেকে রেলে কটক, সেখান থেকে সুমো গাড়িতে দেড় ঘন্টার রাস্তা ঢেঙ্কানাল, সন্দীপের ইউনিট উঠেছিলেন ঢেঙ্কানালের সূর্য হোটেলে। হোটেল টু লোকেশন আধঘন্টা। রাজবাড়ি। তবে রাজার ছোট ভাইয়ের বাড়ি। প্রজারা বলত সানদেও প্যালেস, ওড়িশায় সান মানে ছোট, দেও অর্থাৎ রাজার টাইটেল। আমরা যখন ঢেঙ্কানাল যেতাম তখন এখনকার রাজা কে.পি. সিং দেও কিশোর। বাবা হাসপাতালের ডাক্তার হওয়ার সুবাদের ওঁর কানের ফুটো করেন। সেই কথাটা ওঁকে মনে করিয়েছিলাম বম্বে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে, উনি তখন তথ্য এবং বেতার মন্ত্রী, উনিই নিজে বললেন কলকাতা গেলে আমি যেন ওঁকে নিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই।

6. निम्नलिखित में से किसी ***एक*** का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : *1×10=10*

(a) **सच के लिए सज़ा क्यों ?**

एक बालक था । उसे मूँगफली बहुत अच्छी लगती थी । इतनी अच्छी कि मूँगफली के सामने लड्डू-बर्फी तक छोड़ देता । उसकी माँ उसे बहुत रोकती, पर वह नहीं मानता ।

इसी तरह जब वह स्कूल जाता तो अपनी जेब मूँगफलियों से भर लेता । क्लास में बैठा-बैठा वह खाता रहता और मूँगफलियों के छिलके अपने बस्ते में डालता जाता । छुट्टी होने पर, उन्हें फेंक देता ।

एक दिन का वाक्या है । उस दिन उसे मूँगफली नहीं मिली । लेकिन अगले दिन मास्टर जी को एक डेस्क पर रखे मूँगफली के छिलके मिले । उसकी मूँगफली खाने की आदत से वह परिचित थे । उन्होंने उसे बुलाया और पूछा, "तुमने मूँगफली खाकर छिलके यहाँ क्यों रखे ?"

"मास्टर जी मैंने कल मूँगफली नहीं खायी ।"

"तुम झूठ बोलते हो ! तुमने मूँगफली खायी है ..." मास्टर जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा ।

"मास्टर जी, मैं झूठ नहीं बोलता । कल मुझे मूँगफली मिली ही नहीं, तब खाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।" उस बालक ने कहा ।

यह सुनते ही मास्टर जी का गुस्सा और तेज़ हो गया और उन्होंने उस बालक को बुरी तरह से पीटा । उस बालक का मन जैसे उफन पड़ा । उसके सामने एक ही सवाल था – सच के लिए सज़ा क्यों ? उसने निश्चय किया कि सच के लिए सज़ा देने वाले गुरु को अपना गुरु कभी नहीं स्वीकार करेगा । उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वह ऐसे शिक्षक से नहीं पढ़ेगा जिसे झूठ और सच में भेद करना नहीं आता !

कौन जानता था कि बचपन में इतना जागरूक और दृढ़ निश्चय वाला यह बालक आगे चल कर सारे देश का प्यारा बनेगा । सारा देश उसे श्रद्धा से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से पुकारेगा ।

(b) आज राजधानी में आयोजित एक समारोह में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्रीमती मीरा कुमार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 189 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ प्रदान कीं । ये छात्रवृत्तियाँ डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दी जाती हैं । इस अवसर पर श्रीमती मीरा कुमार ने कहा कि आज के इस दौर में उच्च शिक्षा काफी महँगी होती जा रही है, जिसका बोझ अनुसूचित तथा जनजाति वर्ग नहीं उठा सकते । इसके लिए उनका मंत्रालय उन्हें हर संभव सहायता मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है ।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सदियों से वंचित इन लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के छात्रों को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहिए।